#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত

MAINS TOPIC

DEEP ANALYSIS

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

From

9th to 14th Feb 2026

সূচক

1. **জেনারেল স্টাডিজ ২** **01**
   - 1.1. রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা 01
     - 1.1.1. ১৬ তম অর্থ কমিশন 01
   - 1.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 04
     - 1.2.1. ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক 04
     - 1.2.2. ভারত ও মালয়েশিয়া সম্পর্ক 07
     - 1.2.3. ভারত-গ্রীস সম্পর্ক 12
2. **জেনারেল স্টাডিজ ৩** **16**
   - 2.1. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 16
     - 2.1.1. AMCA এবং ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্প ব্যবস্থা 16
   - 2.2. অর্থনীতি 18
     - 2.2.1. ভারতে খাদ্য নিরাপত্তা 18

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | **IAS 10-Month GS PCM** | **Degree + IAS** | **Prelims Test Series**

জেনারেল স্টাডিজ ২

1.1. রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা

1.1.1. ১৬ তম অর্থ কমিশন

প্রেক্ষিত

১৬তম অর্থ কমিশন (FC) **১৭ নভেম্বর, ২০২৫** তারিখে রাষ্ট্রপতির কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে। এটি **২০২৬-৩১** সময়কালের জন্য ভারতের **আর্থিক ফেডারেলিজম বা আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর** ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

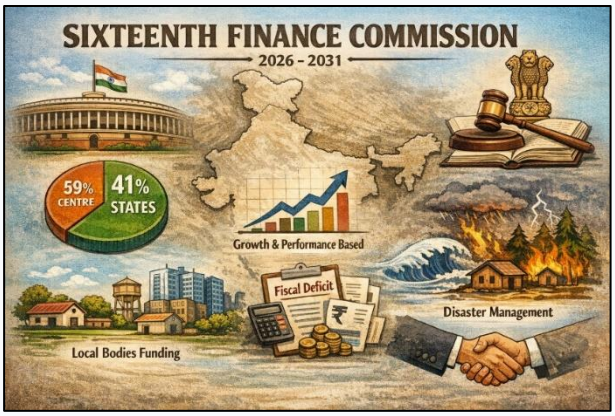

অর্থ কমিশন (FC) সম্পর্কে কিছু তথ্য

অর্থ কমিশন হলো একটি **সাংবিধানিক সংস্থা**, যা ভারতের কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে আর্থিক ভারসাম্যের চাকা হিসেবে কাজ করে।

- **ধারা ২৮০:** সংবিধানের ২৮০ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রতি ৫ বছর অন্তর একটি অর্থ কমিশন গঠন করেন।
- **গঠন: চেয়ারম্যান:** ড. অরবিন্দ পানাগাড়িয়া।
  - **পূর্ণকালীন সদস্য:** শ্রী অজয় নারায়ণ ঝা, শ্রীমতী অ্যানি জর্জ ম্যাথিউ এবং ড. মনোজ পান্ডা।
  - **অস্থায়ী সদস্য:** ড. সৌম্য কান্তি ঘোষ।
- **প্রধান কাজসমূহ:**
  - **উল্লম্ব রাজস্ব বণ্টন (Vertical Devolution):** কেন্দ্রের সংগৃহীত করের অংশ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে ভাগ করা।
  - **অনুভূমিক বিভাজন (Horizontal Devolution):** রাজ্যগুলোর নিজেদের মধ্যে ওই করের অংশ বরাদ্দ করা।
  - **সহায়ক অনুদান (Grants-in-aid):** ভারতের সঞ্চিত তহবিল (ধারা ২৭৫) থেকে রাজ্যগুলোকে অনুদান দেওয়ার নীতি নির্ধারণ।
  - **স্থানীয় সংস্থা:** পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলোর জন্য রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

১৬তম অর্থ কমিশনের মূল সুপারিশসমূহ (২০২৬-৩১)

১. **উল্লম্ব রাজস্ব বণ্টন (কেন্দ্র থেকে রাজ্য)**

দক্ষিণের রাজ্যগুলোর পক্ষ থেকে করের অংশ ৪৫-৫০% করার জোরালো দাবি থাকা সত্ত্বেও, ১৬তম অর্থ কমিশন বর্তমানে যা আছে তা-ই **বজায় রেখেছে**।

- **৪১% অংশ বহাল:** কেন্দ্রীয় করের নিট আয়ের মধ্যে রাজ্যগুলোর অংশ **৪১%** রাখা হয়েছে।
- **'সেস' (Cess) নিয়ে উদ্বেগ:** কমিশন লক্ষ্য করেছে যে, কেন্দ্রের **সেস এবং সারচার্জের** ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে রাজ্যগুলোর প্রাপ্য করের ভাণ্ডার ছোট হয়ে যাচ্ছে (কারণ সেস রাজ্যগুলোর সাথে ভাগ করা হয় না)।

২. **অনুভূমিক বিভাজন (রাজ্যগুলোর মধ্যে বরাদ্দ)**

রাজ্যগুলোর মধ্যে ৪১% অর্থ ভাগ করার সূত্রটি অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর ভিত্তি করে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে।

মাপকাঠি (Criterion)	ওজন (Weight %)	গুরুত্ব (Significance)
আয়ের দূরত্ব (Income Distance)	৪২.৫%	কম আয়ের রাজ্যগুলোর জন্য সমতা নিশ্চিত করা।
জনসংখ্যা (২০১১)	১৭.৫%	পরিষেবা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার প্রতিফলন।
জনসংখ্যাগত কর্মদক্ষতা	১০.০%	১৯৭১-২০১১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিমাপ করা।

আয়তন	১০.০%	ভৌগোলিকভাবে বড় বা দুর্গম রাজ্যে পরিষেবা দেওয়ার খরচ বিবেচনা করা।
বন ও পরিবেশ	১০.০%	পরিবেশ রক্ষার জন্য এখন **"মুক্ত বন"** (Open Forests) এলাকাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
জিডিপিতে অবদান	**১০.০%**	**নতুন মাপকাঠি।** এটি "কর প্রচেষ্টা" মাপকাঠির পরিবর্তে আনা হয়েছে। যে রাজ্যগুলো জাতীয় অর্থনীতিতে বেশি অবদান রাখছে, তাদের পুরস্কৃত করা।

দ্রষ্টব্য: ১৫তম অর্থ কমিশনের "কর ও আর্থিক প্রচেষ্টা" মাপকাঠিটি এখন **জিডিপিতে অবদান** মাপকাঠির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. সহায়ক অনুদান (মোট ৯.৪৭ লক্ষ কোটি টাকা)

১৬তম অর্থ কমিশনের একটি বড় পরিবর্তন হলো **রাজস্ব ঘাটতি অনুদান** (Revenue Deficit Grants), নির্দিষ্ট ক্ষেত্র-ভিত্তিক অনুদান এবং নির্দিষ্ট রাজ্য-ভিত্তিক অনুদানগুলো **বন্ধ করে দেওয়া** হয়েছে। এখন অর্থ মূলত দুটি স্তম্ভে দেওয়া হবে:

ক. স্থানীয় সংস্থার অনুদান (৭.৯১ লক্ষ কোটি টাকা)

- **গ্রাম ও শহরের অনুপাত:** গ্রামীণ (RLB) এবং শহর এলাকার (ULB) স্থানীয় সংস্থার জন্য **৬০:৪০ অনুপাতে** বরাদ্দ করা হয়েছে।
- **কর্মদক্ষতা ভিত্তিক:** ৮০% অর্থ দেওয়া হবে **মৌলিক অনুদান** হিসেবে এবং ২০% দেওয়া হবে **কর্মদক্ষতার ওপর ভিত্তি করে**।
- **শর্তাবলী:** অনুদান তখনই দেওয়া হবে যদি রাজ্যগুলো:
  - সময়মতো **রাজ্য অর্থ কমিশন** (SFC) গঠন করে।
  - স্থানীয় সংস্থাগুলোর নিরীক্ষিত হিসাব (audited accounts) জনসমক্ষে প্রকাশ করে।
- **নগরায়ণ প্রিমিয়াম:** যেসব রাজ্য শহর সংলগ্ন গ্রামগুলোকে সফলভাবে বড় শহরের সাথে যুক্ত করবে, তাদের জন্য **১০,০০০ কোটি টাকার** এককালীন অনুদান দেওয়া হবে।

খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (২.০৪ লক্ষ কোটি টাকা)

- **SDRF এবং SDMF:** অর্থ বরাদ্দকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে—সাড়া প্রদান (SDRF) এবং প্রশমন (SDMF), যাতে দুর্যোগ প্রতিরোধের ওপর বেশি জোর দেওয়া যায়।
- **ব্যয় ভাগাভাগি:** সাধারণ রাজ্যগুলোর জন্য **৭৫:২৫** এবং উত্তর-পূর্ব ও হিমালয় সংলগ্ন রাজ্যগুলোর জন্য **৯০:১০** অনুপাত বজায় রাখা হয়েছে।

৪. আর্থিক রোডম্যাপ এবং সংস্কার

দীর্ঘমেয়াদী ঋণের বোঝা কমাতে কমিশন কঠোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

- **আর্থিক ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা:** * **কেন্দ্র:** ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে আর্থিক ঘাটতি জিডিপির **৩.৫%-এ** নামিয়ে আনা।
  - **রাজ্য:** রাজ্যের জিএসডিপি-র (GSDP) **৩%-এর** মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।
- **অফ-বাজেট ঋণ:** বাজেটের বাইরে ঋণ নেওয়ার ওপর **সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা** সুপারিশ করা হয়েছে; সমস্ত দায়বদ্ধতা স্বচ্ছভাবে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **বিদ্যুৎ খাত:** বিদ্যুৎ বণ্টনকারী সংস্থাগুলোর (DISCOMs) বিপুল ঋণ কমাতে রাজ্যগুলোকে সেগুলো **বেসরকারিকরণের** দিকে উৎসাহিত করা হয়েছে।
- **ভর্তুকি যৌক্তিকীকরণ:** রাজ্যগুলোকে "শর্তহীন নগদ সহায়তা" পুনর্বিবেচনা করতে এবং কল্যাণমূলক প্রকল্পের ক্ষেত্রে কঠোর বর্জনীয় নীতি (exclusion criteria) কার্যকর করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৫. **সরকারি উদ্যোগ (PSE) সংস্কার**

- **প্রস্থান নীতি:** ৩০৮টি অকেজো রাজ্য পিএসই (PSE) **বন্ধ করার** সুপারিশ করা হয়েছে।
- **কর্মদক্ষতা পর্যালোচনা:** যেসব রাজ্য পিএসই টানা ৪ বছরের মধ্যে ৩ বছর লোকসান করছে, সেগুলো বেসরকারিকরণ বা বন্ধের বিষয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১৬তম অর্থ কমিশনের তাৎপর্য

- **উৎপাদনশীলতার পুরস্কার:** স্রেফ সাহায্যের পরিবর্তে অর্থনৈতিক দক্ষতা এবং জাতীয় বৃদ্ধিতে অবদানকে গুরুত্ব দিতে **"জিডিপিতে অবদান"** (১০% ওজন) যুক্ত করা হয়েছে।
- **কঠোর আর্থিক নিয়ন্ত্রণ:** বাজেটের বাইরের ঋণ নিষিদ্ধ করা এবং রাজস্ব ঘাটতি অনুদান বন্ধ করার ফলে রাজ্যগুলো নিজস্বভাবে স্বনির্ভর হতে বাধ্য হবে।
- **তৃতীয় স্তরের স্বায়ত্তশাসন:** ২০% অনুদান কর্মদক্ষতা এবং **জিআইএস (GIS) ভিত্তিক কর সংস্কারের** সাথে যুক্ত করার ফলে স্থানীয় সংস্থাগুলো অনুদান-নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব আয় বাড়াতে সক্ষম হবে।
- **ভারসাম্যপূর্ণ ফেডারেলিজম:** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং **মুক্ত বনভূমি** রক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে পরিবেশবান্ধব এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল রাজ্যগুলো আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে না।
- **২০৪৭-এর ভিকশিত ভারত:** ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে কেন্দ্রের ঘাটতি ৩.৫%-এ নামানোর লক্ষ্যমাত্রা ভারতকে একটি উচ্চ-আয়ের অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক স্থিতিশীলতা দেবে।

১৬তম অর্থ কমিশন নিয়ে উদ্বেগসমূহ

১. **'সেস এবং সারচার্জ' সমস্যা**

- সেস এবং সারচার্জ রাজ্যগুলোর সাথে ভাগ করা হয় না। কেন্দ্রের মোট কর আয়ে এদের অংশ ২০১৩ সালের ৫% থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ সালে **১১-১২%** হয়েছে। এর ফলে রাজ্যগুলো কাগজে-কলমে ৪১% প্রাপ্য হলেও বাস্তবে প্রায় **৩১-৩২%** অর্থ পায়।

২. **রাজস্ব ঘাটতি অনুদান (RDG) বন্ধ করা**

- হিমাচল প্রদেশ বা উত্তরাখণ্ডের মতো পাহাড়ি রাজ্যগুলো মনে করে যে, তাদের ভৌগোলিক পরিস্থিতির কারণে রাজস্ব ঘাটতি এড়ানো অসম্ভব। এই "নিরাপত্তা কবচ" সরিয়ে নেওয়ায় তাদের আর্থিক সংকটে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে।

৩. **দক্ষতা বনাম সমতা (দক্ষিণ বনাম উত্তর বিতর্ক)**

- জিডিপিতে অবদান যুক্ত করায় এবং "আয়ের দূরত্ব"-এর গুরুত্ব কমানোয় ধনী রাজ্যগুলো লাভবান হতে পারে। কিন্তু বিহার বা উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলোর প্রাপ্য অংশে টান পড়তে পারে। আবার দক্ষিণের রাজ্যগুলো মনে করে, ২০১১ সালের জনসংখ্যা ব্যবহার করায় তাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সাফল্যকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

৪. **রাজ্যের আর্থিক স্বায়ত্তশাসন হ্রাস**

- স্থানীয় সংস্থাগুলোর অনুদানের বড় অংশ নির্দিষ্ট কাজের (যেমন স্যানিটেশন বা জল) জন্য "আবদ্ধ" (tied) রাখা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ সংস্থা বেসরকারিকরণের মতো শর্তগুলোকে রাজ্যগুলোর অভ্যন্তরীণ নীতিতে হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আর্থিক ফেডারেলিজম শক্তিশালী করার পদক্ষেপ

1. **সেস এবং সারচার্জ সীমিত করা:** একটি সাংবিধানিক সংশোধনী বা আইনি সীমার (যেমন মোট করের ১০%) মাধ্যমে সেস ও সারচার্জের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা দরকার।
2. **রাজ্যের রাজস্ব স্বায়ত্তশাসন বৃদ্ধি:** জিএসটি কাঠামোর মধ্যে রাজ্যগুলোকে নির্দিষ্ট কিছু পণ্যে সামান্য কর পরিবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

3. **তৃতীয় স্তরের শক্তিশালীকরণ:** রাজ্য অর্থ কমিশন (SFC) সময়মতো গঠন করা এবং সরাসরি স্থানীয় সংস্থার অ্যাকাউন্টে অর্থ পাঠানো নিশ্চিত করা।
4. **ব্যয় যৌক্তিকীকরণ:** কেন্দ্রীয়ভাবে স্পনসর করা স্কিমগুলোকে (CSS) রাজ্যগুলোর চাহিদা অনুযায়ী সাজানোর স্বাধীনতা দেওয়া।
5. **প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন:** সংবিধানের **২৬৩ ধারা** অনুযায়ী আন্তঃরাজ্য কাউন্সিলকে (ISC) সক্রিয় করা, যা আর্থিক বিরোধ নিষ্পত্তির রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে।

উপসংহার

১৬তম অর্থ কমিশন ভারতকে "অধিকার-ভিত্তিক" সহায়তা থেকে **"কর্মদক্ষতা-ভিত্তিক"** ফেডারেলিজমের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। **জিডিপি অবদান** এবং **আর্থিক স্বচ্ছতাকে** অগ্রাধিকার দিয়ে এটি একটি **"বিকশিত ভারত"**এর ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করেছে, যা আঞ্চলিক সমতা এবং ১০ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবে।

প্রশ্ন: *ভারতের ১৪তম অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলো রাজ্যগুলোকে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে কীভাবে সাহায্য করেছে? (১৫০ শব্দ)*

1.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

1.2.1. ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক

প্রেক্ষাপট:

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি-র বিপুল জয় লাভের পর, ভারত এক বাস্তববাদী পদক্ষেপ বা **"রিসেট"** শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর পক্ষ থেকে **তারেক রহমানের** সাথে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপনের মূল লক্ষ্য হলো—**শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ** নিয়ে টানাপোড়েন এবং বাংলাদেশে **চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের** মাঝে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে স্থিতিশীল করা।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ঐতিহাসিক পটভূমি:

১. **স্বাধীনতার পর্যায় (১৯৭১-১৯৭৫)**

- **একটি জাতির জন্ম:** ১৯৭১ সালের **মুক্তিযুদ্ধে** ভারত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারত প্রায় **১ কোটি মানুষকে আশ্রয়** দেয় এবং **মুক্তিবাহিনীকে** সামরিক সহায়তা প্রদান করে।
- **প্রাথমিক কাঠামো:** ১৯৭২ সালের **বন্ধুত্ব চুক্তি** এবং ১৯৭৪ সালের **সীমানা চুক্তির (LBA)** মাধ্যমে **ইন্দিরা গান্ধী** ও **শেখ মুজিবুর রহমান** সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করেন।
- **আকস্মিক ছন্দপতন:** ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড এই চমৎকার সূচনার অবসান ঘটায়।

২. **কৌশলগত দূরত্ব ও সামরিক শাসন (১৯৭৫-১৯৯৬)**

- **একতরফা নিরপেক্ষতা:** জিয়াউর রহমান এবং জেনারেল এরশাদের সামরিক আমল ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে সরে আসে এবং ভারতকে চাপে রাখতে **চীন ও পাকিস্তানের** ঘনিষ্ঠ হয়।
- **নিরাপত্তা সংকট:** এই সময়ে ভারত-বিরোধী প্রচার বৃদ্ধি পায় এবং বাংলাদেশের মাটি ভারতের **উত্তর-পূর্বাঞ্চলী বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোর** (যেমন- ULFA) ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

৩. **সম্পর্কের "সোনালী অধ্যায়" (১৯৯৬-২০২৪)**

- **পানি ও নিরাপত্তা:** ১৯৯৬ সালের **গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি** একটি বড় সাফল্য ছিল।

- **হাসিনা আমল (২০০৯-২০২৪):** এই সময়ে সম্পর্ক শীর্ষে পৌঁছায়।
  - **২০১৫ সালের LBA বাস্তবায়ন:** ১৬২টি ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের স্থল সীমান্ত সমস্যার সমাধান হয়।
  - **যোগাযোগের বিপ্লব:** ১৯৬৫-পূর্ববর্তী রেল সংযোগগুলো পুনরায় চালু হয় এবং ভারতের জন্য **চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর** ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়।
  - **সন্ত্রাসবাদে জিরো টলারেন্স:** ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ঢাকার কঠোর অবস্থান আঞ্চলিক নিরাপত্তার চিত্র বদলে দেয়।

৪. **বর্তমান সংকট ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন (২০২৪-২০২৬)**

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সম্পর্কের সমীকরণ বদলে গেছে:

- **২০২৬-এর নির্বাচনের ফলাফল:** ফেব্রুয়ারিতে **তারেক রহমানের বিএনপি** দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় নয়াদিল্লি দ্রুত সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রথম নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি রহমানকে অভিনন্দন জানান, যা **"ব্যক্তি-কেন্দ্রিক"** কূটনীতি থেকে **"রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক"** কূটনীতিতে উত্তরণের সংকেত দেয়।
- **প্রত্যর্পণ সমস্যা:** ভারতের জন্য বড় অস্বস্তি হলো শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান। ঢাকার নতুন প্রশাসন জানিয়েছে, ২০২৪ সালের ঘটনার জন্য তাঁর **প্রত্যর্পণ এবং বিচার** করা তাদের অন্যতম অগ্রাধিকার।
- **নতুন শক্তির উত্থান: ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (NCP)** এবং সীমান্ত এলাকায় **জামায়াতে ইসলামীর** প্রভাব বৃদ্ধি উগ্রবাদ ও **"ভারত-বিদ্বেষ"** নিয়ে নতুন নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

ভারত-বাংলাদেশ সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ:

১. **কানেক্টিভিটি: উত্তর-পূর্ব ভারতের "প্রবেশদ্বার"**

- **রেল সংযোগ:** ১৯৬৫ সালের আগের ৮টি রেল সংযোগের মধ্যে ৬টি পুনরায় চালু করা হয়েছে। **আখাউড়া-আগরতলা** এবং **হলদিবাড়ি-চিলাহাটি** রুট ভারতের 'চিকেন'স নেক' বা শিলিগুড়ি করিডোরের ওপর চাপ কমাবে।
- **বন্দর সুবিধা:** ২০২৩ সালের চুক্তি অনুযায়ী ভারত এখন উত্তর-পূর্ব ভারতে পণ্য পরিবহনের জন্য **চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর** ব্যবহার করতে পারছে, যা যাতায়াতের সময় ৬০% কমিয়ে দিয়েছে।
- **অভ্যন্তরীণ জলপথ:** গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের জন্য **PIWTT চুক্তি** কার্যকর রয়েছে।

২. **অর্থনৈতিক সহযোগিতা: CEPA-র লক্ষ্য**

- **বাণিজ্যের পরিমাণ:** দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার (প্রায় **১৪ বিলিয়ন ডলার**)।
- **CEPA ২০২৬:** ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ **CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement)** চুক্তি চূড়ান্ত করার চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশ যখন স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে উত্তরণ করবে, তখন SAFTA-র আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা হারাবে—এই অভাব মেটাতে CEPA খুবই জরুরি।
- **সীমান্ত হাট:** এই স্থানীয় বাজারগুলো সীমান্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে এবং চোরাচালান কমায়।

৩. **জ্বালানি ও ডিজিটাল অংশীদারিত্ব**

- **মৈত্রী থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট:** ভারতের NTPC এবং বাংলাদেশের BPDB-র যৌথ উদ্যোগে নির্মিত এই **১৩২০ মেগাওয়াট** ক্ষমতার কেন্দ্রটি ২০২৬-এর শুরুতে পূর্ণ ক্ষমতায় চালু হয়েছে।
- **জৈব জ্বালানি পাইপলাইন:** শিলিগুড়ি থেকে পার্বতীপুর পর্যন্ত **মৈত্রী পাইপলাইনের** মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশকে ডিজেল সরবরাহ করছে।
- **মহাকাশ ও প্রযুক্তি: মৈত্রী স্যাটেলাইট** এবং ভারতের **UPI (ডিজিটাল পেমেন্ট)** ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের সমন্বয় এই নতুন যুগের বৈশিষ্ট্য।

৪. **নিরাপত্তা ও পানি ব্যবস্থাপনা**

- **সীমান্ত নিরাপত্তা:** অনুপ্রবেশ ও গবাদি পশু পাচার রোধে ৪,০৯৬ কিমি সীমান্ত জুড়ে **"স্মার্ট ফেন্সিং"** এবং AI-চালিত নজরদারি চালু করা হচ্ছে।
- **পানি বণ্টন:** গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি **২০২৬ সালের ডিসেম্বরে** শেষ হবে; এটি নবায়ন করা এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। **তিস্তা নদী** ব্যবস্থাপনায় ভারত একটি কারিগরি দল পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সমস্যাসমূহ

১. **"হাসিনা ফ্যাক্টর" এবং প্রত্যর্পণ (Extradition)**

- **উভয়সংকট:** ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে **বিএনপির বিজয়ের** পর, ঢাকা আনুষ্ঠানিকভাবে শেখ হাসিনাকে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় "মানবতাবিরোধী অপরাধের" বিচারের জন্য **প্রত্যর্পণের অনুরোধ** জানিয়েছে।
- **ভারতের অবস্থান:** নয়াদিল্লি বর্তমানে একটি আইনি ও কূটনৈতিক উভয়সংকটে রয়েছে। ভারতকে একদিকে **প্রত্যর্পণ চুক্তির** বাধ্যবাধকতা রক্ষা করতে হচ্ছে, অন্যদিকে "রাজনৈতিক অপরাধ" সংক্রান্ত ছাড় এবং পুরনো মিত্রদের ক্ষেত্রে ভুল দৃষ্টান্ত স্থাপনের ঝুঁকি বিবেচনা করতে হচ্ছে।

২. **পানি কূটনীতি: ২০২৬-এর সময়সীমা**

- **গঙ্গা পানি চুক্তি:** ৩০ বছর মেয়াদী এই ঐতিহাসিক চুক্তির মেয়াদ **২০২৬ সালের ডিসেম্বরে** শেষ হচ্ছে। চুক্তিটি নবায়ন করা অত্যন্ত জরুরি, কারণ বাংলাদেশের রিপোর্ট অনুযায়ী শুষ্ক মৌসুমে তারা গ্যারান্টিযুক্ত পানির হিস্যার মাত্র ৬৫% পেয়ে থাকে।
- **তিস্তা অচলাবস্থা:** পশ্চিমবঙ্গের আপত্তির কারণে এই চুক্তি এখনও স্থবির। এরই মধ্যে বাংলাদেশের সীমান্তে চীনের **১ বিলিয়ন ডলারের তিস্তা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প** ভারতের জন্য একটি বড় কৌশলগত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩. **সীমান্ত সংঘাত ও "জিরো কিলিং"**

- **বিএসএফ-এর গুলি:** ৪,০৯৬ কিলোমিটার সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিতে মৃত্যুর ঘটনা ঢাকার জন্য একটি অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ইস্যু। নতুন বিএনপি সরকার অভ্যন্তরীণ ভারত-বিদ্বেষ প্রশমিত করতে **"মানবিক সীমান্ত"** এবং "শ্যুট-অন-সাইট" (দেখামাত্র গুলি) নীতি বন্ধের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।
- **অবৈধ অভিবাসন:** ভারতে এটি একটি প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে রয়ে গেছে, বিশেষ করে ২০২৬ সালের মে মাসে অনুষ্ঠেয় **আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের** প্রাক্কালে।

৪. **চীন-পাকিস্তান কৌশলগত ঝোঁক**

- **প্রতিরক্ষা পরিবর্তন:** বাংলাদেশ বর্তমানে JF-17 **যুদ্ধবিমান** (চীন-পাকিস্তান যৌথ উদ্যোগ) সংগ্রহের চেষ্টা করছে এবং ২০২৪ সালের নভেম্বরে **করাচি ও চট্টগ্রামের** মধ্যে সরাসরি নৌ-যোগাযোগ স্থাপন করেছে।
- **অবকাঠামো:** চীন এখনও বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার ($১৮ বিলিয়নের বেশি), এবং বর্তমান কূটনৈতিক শূন্যতাকে কাজে লাগিয়ে তারা তাদের **"বেল্ট অ্যান্ড রোড"** কার্যক্রম আরও গভীর করছে।

৫. **সংখ্যালঘু নিরাপত্তা ও পরিচয় ভিত্তিক রাজনীতি**

- **সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা:** বাংলাদেশে **হিন্দু সংখ্যালঘুদের** নিরাপত্তা নিয়ে ভারত তার উদ্বেগ বজায় রেখেছে। ঢাকা ভারতের এই সোচ্চার অবস্থানকে "অভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপ" হিসেবে দেখছে, যার ফলে কূটনৈতিক শীতলতা বিরাজ করছে।

উত্তরণের উপায়

- **বাস্তববাদী সম্পর্ক (Pragmatic De-hyphenation):** দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে কোনো নির্দিষ্ট নেতার ভাগ্যের সাথে না জুড়ে **প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক** করতে হবে। ২০২৬-এর বিএনপি সরকারের সাথে সমানভাবে কাজ করার পাশাপাশি শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ ইস্যুটিকে একটি "বিশুদ্ধ আইনি ও বিচারিক" প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।

- **পানি ব্যবস্থাপনা ২.০:** ২০২৬-এর গঙ্গা চুক্তি নবায়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিস্তা নদীর ক্ষেত্রে শুধু পানি বণ্টন নয়, বরং **পুরো অববাহিকা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা** এবং যৌথ নদী ড্রেজিং-এর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।
- **অর্থনৈতিক সুরক্ষা (CEPA):** বাংলাদেশ এলডিসি (LDC) থেকে উত্তরণ করার সাথে সাথে বাণিজ্য ধরে রাখতে **CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement)** দ্রুত কার্যকর করতে হবে। ইউপিআই (UPI) এবং ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু করলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বন্ধন মজবুত হবে।
- **নিরাপত্তা ও "স্মার্ট সীমান্ত":** সীমান্ত হত্যা কমিয়ে আনতে মারণাস্ত্রের বদলে **"স্মার্ট ফেন্সিং"** এবং এআই (AI) নজরদারি বাড়াতে হবে। একই সাথে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনে জিরো টলারেন্স নীতি বজায় রাখতে হবে।
- **প্রতিযোগিতামূলক অংশীদারিত্ব:** চীনকে ঠেকাতে কেবল চাপ না দিয়ে, ভারতের পক্ষ থেকে প্রদত্ত **ঋণ (Lines of Credit)** আরও দ্রুত এবং স্বচ্ছভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

উপসংহার

ভারতের "প্রতিবেশী প্রথম" (Neighborhood First) নীতির সাফল্য নির্ভর করে একটি স্থিতিশীল এবং **দল-নিরপেক্ষ অংশীদারিত্বের** ওপর। **CEPA ২০২৬** এবং **"স্মার্ট সীমান্ত"** গড়ে তোলার মাধ্যমে নয়াদিল্লি বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতাকে কাটিয়ে একটি শক্তিশালী ও সংযুক্ত **বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চল** নিশ্চিত করতে পারে।

প্রশ্ন: *ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পেছনে যে বাধ্যবাধকতাগুলো কাজ করেছিল, তা সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করুন। (২৫০ শব্দ)*

1.2.2. ভারত ও মালয়েশিয়া সম্পর্ক

প্রেক্ষাপট

ভারত এবং মালয়েশিয়া সম্প্রতি তাদের সম্পর্ককে **'কম্প্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ'** বা **সমগ্র কৌশলগত অংশীদারিত্বে** উন্নীত করেছে। এটি ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে (Indo-Pacific) স্থিতিশীলতা বজায় রাখার একটি যৌথ প্রয়াস। এই অংশীদারিত্ব ভারতের **'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'**-র একটি প্রধান স্তম্ভ।

ভারত-মালয়েশিয়া সম্পর্কের ঐতিহাসিক পটভূমি:

- **প্রাচীন সম্পর্ক:** খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই সামুদ্রিক বাণিজ্যের মাধ্যমে দুই দেশের যোগাযোগ ছিল, যা বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম এবং পরবর্তীতে ইসলাম ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।
- **উপনিবেশিক আমল:** ব্রিটিশ শাসনামলে রাবার বাগানে কাজ করার জন্য প্রচুর সংখ্যক ভারতীয় (মূলত তামিল) মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমায়।
- **কূটনৈতিক যাত্রা:** ১৯৫৭ সালে মালয়েশিয়ার স্বাধীনতার পরপরই আনুষ্ঠানিকভাবে দুই দেশের মধ্যে **কূটনৈতিক সম্পর্ক** স্থাপিত হয়।
- **'মাহাথির' পরবর্তী তিক্ততা:** ২০১৯ সালের দিকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী **মাহাথির মোহাম্মদের** ৩৭০ ধারা এবং সিএএ (CAA) নিয়ে করা মন্তব্যের কারণে সম্পর্কে কিছুটা টানাপোড়েন দেখা দেয়। এর ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা সাময়িকভাবে মালয়েশিয়ার **পাম অয়েল** বয়কট করেছিল।

সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ:

১. **অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা**

- **বাণিজ্যের পরিমাণ:** দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বর্তমানে প্রায় **২০ বিলিয়ন ডলারে** পৌঁছেছে। মালয়েশিয়া হলো আসিয়ান (ASEAN) দেশগুলোর মধ্যে ভারতের **তৃতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার**।
- **মুদ্রা বিনিময়:** ডলারের ওপর নির্ভরতা কমাতে উভয় দেশ এখন **ভারতীয় রুপি (INR)**-এর মাধ্যমে বাণিজ্য শুরু করেছে। এর জন্য বিশেষ **রুপি ভোস্ট্রো অ্যাকাউন্ট (SRVA)** ব্যবহার করা হচ্ছে।
- **প্রধান পণ্য:**
  - **ভারতের আমদানি:** মূলত **পাম অয়েল** (ভারত মালয়েশিয়ার পাম তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা), খনিজ তেল এবং ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি।
  - **ভারতের রপ্তানি:** খনিজ জ্বালানি, অ্যালুমিনিয়াম, মাংস এবং জৈব রাসায়নিক পণ্য।
- **বিনিয়োগ:** মালয়েশিয়া ভারতের অবকাঠামো (হাইওয়ে/এয়ারপোর্ট) এবং টেলিকমে বিনিয়োগ করছে। অন্যদিকে, ভারতের বড় আইটি কোম্পানি যেমন TCS, HCL, Infosys-এর বড় অফিস মালয়েশিয়ার সাইবারজায়ায় রয়েছে।

২. **প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা**

- **প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও তেজস (LCA Tejas):** মালয়েশিয়া ভারতের তৈরি **তেজস (Tejas)** যুদ্ধবিমান কেনার বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী। ভারত মালয়েশিয়ায় একটি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত (MRO) কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাবও দিয়েছে।
- **যৌথ মহড়া:**
  - **হরিমাউ শক্তি (Harimau Shakti):** এটি দুই দেশের সেনাবাহিনীর একটি বার্ষিক মহড়া যা জঙ্গল যুদ্ধের ওপর গুরুত্ব দেয়।
  - **সমুদ্র লক্ষ্মণ (Samudra Laksamana):** ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য এটি একটি নৌ-মহড়া।
- **সামুদ্রিক নিরাপত্তা:** বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ **মালাক্কা প্রণালী** পাহারায় উভয় দেশ একে অপরকে সহযোগিতা করে।

৩. **প্রযুক্তি ও ডিজিটাল অর্থনীতি**

- **সেমিকন্ডাক্টর:** মালয়েশিয়া চিপ বা সেমিকন্ডাক্টর পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বে অগ্রগণ্য। ভারত তার **'ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন'**-এর সাথে মালয়েশিয়ার দক্ষতাকে কাজে লাগাতে চায়।
- **ফিনটেক এবং ইউপিআই (UPI):** ভারতের সফল ডিজিটাল পেমেন্ট মাধ্যম UPI-কে মালয়েশিয়ার PayNet-এর সাথে যুক্ত করার কাজ চলছে, যাতে সহজেই টাকা লেনদেন করা যায়।
- **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (DPI):** ভারত তার 'ইন্ডিয়া স্ট্যাক' (আধার, ইউপিআই, ডিজিলকার) প্রযুক্তি দিয়ে মালয়েশিয়ার ডিজিটাল শাসন ব্যবস্থা উন্নত করতে সাহায্য করছে।

৪. **জ্বালানি ও স্থায়িত্ব**

- **গ্রিন হাইড্রোজেন:** মালয়েশিয়ার কোম্পানি 'পেট্রোনাস' ভারতের নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বড় বিনিয়োগ করছে।
- **কার্বন ক্যাপচার:** জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় **ডাইরেক্ট এয়ার ক্যাপচার (DAC)** প্রযুক্তির মাধ্যমে কার্বন শোষণ ও জ্বালানি তৈরিতেও দুই দেশ কাজ করছে।

৫. **সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পর্ক**

- **প্রবাসী ভারতীয়:** মালয়েশিয়ায় প্রায় **২৭ লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূত** মানুষ বাস করেন, যা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ভারতীয় প্রবাসী গোষ্ঠী।

- **শিক্ষা:** পেশাদারদের যাতায়াত সহজ করতে দুই দেশ একে অপরের মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করছে।
- **পর্যটন:** মালয়েশিয়া ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের জন্য **ভিসা-মুক্ত প্রবেশের** সুযোগ দেওয়ায় পর্যটনের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে।

ভারত ও মালয়েশিয়া সম্পর্কের তাৎপর্য

১. **কৌশলগত ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব**

মালয়েশিয়া ভারতের **'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'** (Act East Policy) এবং **'ইন্দো-প্যাসিফিক ভিশন'** (Indo-Pacific Vision)-এর একটি কেন্দ্রীয় স্তম্ভ।

- **চোকপয়েন্ট নিয়ন্ত্রণ** (Chokepoint Control): মালয়েশিয়া কৌশলগতভাবে **মালাক্কা প্রণালীর** (Strait of Malacca) তীরে অবস্থিত। ভারতের পূর্বদিকের বাণিজ্যের প্রায় **৬০%** এই পথ দিয়েই সম্পন্ন হয়। ভারতের জ্বালানি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা অপরিহার্য।
- **আসিয়ান সেন্ট্রালিটি** (ASEAN Centrality): আসিয়ানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে মালয়েশিয়ার সমর্থন ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং দক্ষিণ চীন সাগরে একটি **'রুলস-বেসড অর্ডার'** (Rules-based order) বা নীতি-ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।
- **মাল্টিপোলারিটি** (Multipolarity): উভয় দেশই একটি **'মাল্টিপোলার এশিয়া'** বা বহুমুখী এশিয়ার স্বপ্নে বিশ্বাসী, যেখানে কোনো একক শক্তি (যেমন চীন) সামুদ্রিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না।

২. **অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সমন্বয়**

উভয় দেশের সম্পর্ক এখন **"পাম অয়েল থেকে মাইক্রোচিপস"** (From Palm Oil to Microchips)-এর দিকে মোড় নিচ্ছে।

- **সেমিকন্ডাক্টর ভ্যালু চেইন** (Semiconductor Value Chain): মালয়েশিয়া বিশ্বের ৬ষ্ঠ বৃহত্তম সেমিকন্ডাক্টর রপ্তানিকারক দেশ, যারা বিশেষ করে **'প্যাকেজিং এবং টেস্টিং'** (Packaging and Testing)-এ পারদর্শী। ভারতের **'ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন'** (India Semiconductor Mission)-এর সফলতার জন্য মালয়েশিয়ার এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত জরুরি।
- **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার** (DPI): ভারতের **ইউপিআই** (UPI) এবং ডিজিটাল শাসন মডেলের আন্তর্জাতিকীকরণের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া একটি অন্যতম প্রধান অংশীদার।
- **স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্য** (Local Currency Trade): ভারতীয় রুপি (INR) এবং মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত-এ বাণিজ্যের মাধ্যমে উভয় দেশ বিশ্ববাজারের ডলারের ওঠানামা থেকে নিজেদের অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখছে। এটি **'গ্লোবাল সাউথ'** (Global South)-এর দেশগুলোর জন্য একটি আদর্শ মডেল।

৩. **প্রবাসী ভারতীয়: 'লিভিং ব্রিজ' বা জীবন্ত সেতু**

- **জনসংখ্যাতাত্ত্বিক গুরুত্ব:** প্রায় **২৯ লক্ষ** ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ (বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম ভারতীয় প্রবাসী গোষ্ঠী) মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **কৌশলগত মূলধন:** এই প্রবাসীরা ভারতের **'সফট পাওয়ার'** (Soft Power) হিসেবে কাজ করে, যা বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং উচ্চ-পর্যায়ের রাজনৈতিক বিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- **কল্যাণ ও গতিশীলতা: ওসিআই** (OCI) কার্ডের সুবিধা ৬ষ্ঠ প্রজন্ম পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং **ভিসা-মুক্ত ভ্রমণের** মতো পদক্ষেপগুলো এই মানবিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছে।

৪. **প্রতিরক্ষা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা**

- **নেট সিকিউরিটি প্রোভাইডার** (Net Security Provider): ভারত মালয়েশিয়াকে উন্নত সামরিক সরঞ্জাম যেমন—**তেজস** (LCA Tejas) এবং **ব্রহ্মোস** (BrahMos) ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণ (MRO) সুবিধার প্রস্তাব দিয়েছে। এটি মালয়েশিয়াকে পশ্চিমা বা চীনা অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে সাহায্য করবে।

- **সন্ত্রাসবাদ দমন:** উগ্রবাদ নির্মূল (Deradicalization) এবং গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে সামুদ্রিক সীমান্ত দিয়ে চরমপন্থীদের যাতায়াত রুখতে।
- ভারত ও মালয়েশিয়া সম্পর্কের চ্যালেঞ্জ বা বাধাগুলোর গভীর বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো (বাংলা অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণসহ):

ভারত ও মালয়েশিয়া সম্পর্কের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **অভ্যন্তরীণ বিষয়**

- অতীতের উত্তেজনা মূলত ভারতের অভ্যন্তরীণ নীতি নিয়ে মালয়েশিয়ার প্রকাশ্য অবস্থানের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল।
- বিশেষ করে **সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল** ও **সিটিজেনশিপ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১৯** নিয়ে মালয়েশিয়ার কিছু রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক মহলের প্রকাশ্য মন্তব্য **ভারত–মালয়েশিয়া সম্পর্ককে কূটনৈতিকভাবে সংবেদনশীল করে তোলে**।

২. **জাকির নায়েক ইস্যু**

- দুই দেশের মধ্যে বিরোধের একটি প্রধান কারণ হলো পলাতক ধর্মপ্রচারক **জাকির নায়েকের** (Zakir Naik) প্রত্যর্পণ। ভারত ক্রমাগত তাকে ফেরত পাঠানোর জন্য চাপ দিচ্ছে, অন্যদিকে মালয়েশিয়া ঐতিহাসিকভাবে এই বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। তারা "যথেষ্ট প্রমাণ" (Compelling evidence) এবং আইনি প্রক্রিয়ার দোহাই দিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখিয়েছে।

৩. **পাম অয়েল ডিপ্লোম্যাসি**

- বাণিজ্যকে অনেক সময় **'ইকোনমিক সিগন্যালিং'** (Economic signaling) বা অর্থনৈতিক সংকেত দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতের পরিবর্তনশীল আমদানি শুল্ক এবং রাজনৈতিক বিবৃতির কারণে অতীতে মালয়েশিয়ার পাম অয়েলের ওপর অলিখিত বয়কট বাজারের অস্থিরতা (Market volatility) বাড়িয়ে দিয়েছিল।

৪. **বাণিজ্য ঘাটতি**

- মালয়েশিয়ার সাথে ভারতের একটি দীর্ঘস্থায়ী **বাণিজ্য ঘাটতি** (Trade Deficit) রয়েছে। বাণিজ্য পরিবেশকে আরও ভারসাম্যপূর্ণ করতে বর্তমানে **'মাইসেকা'** (MICECA - India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement) এবং **'আইটিগা'** (AITIGA - ASEAN-India Trade in Goods Agreement) পর্যালোচনার প্রচেষ্টা চলছে।

৫. **দক্ষিণ চীন সাগর**

- যদিও উভয় দেশই একটি **'রুলস-বেসড অর্ডার'** (Rules-based order) এবং **'আনক্লস'** (UNCLOS - UN Convention on the Law of the Sea)-এর পক্ষে, তবুও তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য রয়েছে। চীনের অনুপ্রবেশের বিষয়ে মালয়েশিয়া একটি সতর্ক এবং আপোসহীন "আমলাতান্ত্রিক" (Bureaucratic) পদ্ধতি অনুসরণ করে; অন্যদিকে, ভারত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে অনেক বেশি সোচ্চার।

৬. **আসিয়ান সেন্ট্রালিটি**

- ভারতের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো তার **'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'** (Act East Policy)-কে মালয়েশিয়ার আঞ্চলিক অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, যাতে আমেরিকা ও চীনের মধ্যকার প্রতিযোগিতার মাঝে ভারত কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে না পড়ে।

৭. **শ্রমিক কল্যাণ**

- মালয়েশিয়ায় কর্মরত ভারতীয় শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং ভিসা সহজীকরণ (যেমন—**২০২৬ সোশ্যাল সিকিউরিটি এগ্রিমেন্ট**) সংক্রান্ত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা না হলে যেকোনো দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে উত্তেজনা তৈরি হতে পারে

ভবিষ্যৎ পথচলা

১. **"টেক-ব্রিজ" বা প্রযুক্তিগত সেতুবন্ধন শক্তিশালী করা**

- **সেমিকন্ডাক্টর ইন্টিগ্রেশন (Semiconductor Integration):** মালয়েশিয়ার সেমিকন্ডাক্টর খাতের ৫০ বছরের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে **'ব্যাক-এন্ড অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড টেস্টিং' (OSAT - Outsourced Semiconductor Assembly and Test)**-কে ভারতের **'ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন'**-এর পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। একটি যৌথ সরবরাহ শৃঙ্খল (Supply chain corridor) তৈরি করলে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর ওপর নির্ভরতা কমবে।
- **ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব (Digital Sovereignty):** ভারতের **ইউপিআই (UPI)** এবং মালয়েশিয়ার **পে-নেট (PayNet)**-এর সংহতি বাড়াতে হবে। এটি ৩ মিলিয়ন (৩০ লক্ষ) প্রবাসীর জন্য রেমিট্যান্স পাঠানো সহজ করবে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার বাণিজ্যে গতি আনবে।

২. **অর্থনৈতিক সম্পর্ককে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া**

- **মাইসেকা (MICECA) পর্যালোচনা:** ভারত-মালয়েশিয়া ব্যাপক অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তির (MICECA) পর্যালোচনা দ্রুত শেষ করা জরুরি। এর মাধ্যমে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো এবং ই-কমার্স ও শ্রমিকদের যাতায়াতের (Labor mobility) মতো আধুনিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে।
- **স্থানীয় মুদ্রার প্রসার (Local Currency Expansion):** আরও বেশি ব্যাংককে **রুপি-রিঙ্গিত (INR-Ringgit)** লেনদেন পদ্ধতিতে উৎসাহিত করতে হবে। এটি বৈশ্বিক মুদ্রার অস্থিরতা (Currency volatility) থেকে সুরক্ষা দেবে।

৩. **প্রতিরক্ষা ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা**

- **ক্রেতা থেকে অংশীদার (From Buyer to Partner):** দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে কেবল সামরিক মহড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে **'সহ-উৎপাদন' (Co-production)**-এর দিকে নিয়ে যেতে হবে। মালয়েশিয়া যদি **তেজস (LCA Tejas)** যুদ্ধবিমান বেছে নেয়, তবে ভারতের উচিত মালয়েশিয়ায় একটি **এমআরও (MRO - Maintenance, Repair, and Overhaul)** হাব বা রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা, যা পুরো আসিয়ান (ASEAN) অঞ্চলকে পরিষেবা দেবে।
- **মালাক্কা প্রণালী সহযোগিতা (Strait of Malacca Cooperation):** ভারতের **'সাগর' (SAGAR - Security and Growth for All in the Region)** উদ্যোগের অধীনে সমন্বিত টহল এবং **'হোয়াইট শিপিং' (White Shipping)** বা বাণিজ্যিক জাহাজের তথ্য আদান-প্রদান বৃদ্ধি করতে হবে যাতে আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

৪. **কূটনৈতিক সংবেদনশীলতা মোকাবিলা**

- **সাইলেন্ট ডিপ্লোম্যাসি (Silent Diplomacy):** জাকির নায়েকের প্রত্যর্পণ বা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিবৃতির মতো স্পর্শকাতর ইস্যুগুলো সামলানোর জন্য একটি উচ্চ-পর্যায়ের বিশেষ ব্যবস্থা (Mechanism) তৈরি করা দরকার, যাতে এই বিষয়গুলো বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ককে ব্যাহত না করে।
- **আসিয়ান নেতৃত্ব (ASEAN Leadership):** আসিয়ান-এ মালয়েশিয়ার অগ্রণী ভূমিকাকে কাজে লাগিয়ে ভারত তার **'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'**-কে মালয়েশিয়ার আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গির (বিশেষ করে দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে) সাথে সমন্বয় করতে পারে।

উপসংহার

ভারত-মালয়েশিয়া অংশীদারিত্ব এখন প্রথাগত বাণিজ্যের ঊর্ধ্বে উঠে একটি **উচ্চ-প্রযুক্তিগত মৈত্রীতে (High-tech alliance)** রূপান্তরিত হওয়ার পথে। **সেমিকন্ডাক্টর সাপ্লাই চেইন**, ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং **সবুজ জ্বালানি (Green Energy)**-কে একীভূত করার মাধ্যমে উভয় দেশ **গ্লোবাল সাউথ (Global South)**-কে নেতৃত্ব দিতে পারে। এই সম্মিলিত শক্তি একদিকে যেমন **মালাক্কা প্রণালীকে** সুরক্ষিত করবে, অন্যদিকে একটি স্থিতিশীল ও বহুমুখী ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল গড়ে তুলবে।

প্রশ্ন: *ভারত ও মালয়েশিয়ার সম্পর্কের কৌশলগত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক (মানুষে-মানুষে যোগাযোগ) দিকগুলি আলোচনা করুন। এই সম্পর্কের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলি কী কী এবং কীভাবে সেগুলি সমাধান করা যেতে পারে? (২৫০ শব্দ)*

1.2.3. ভারত-গ্রীস সম্পর্ক

প্রেক্ষাপট

ভারত ও গ্রীসের মধ্যকার সম্পর্ক এক আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে, যা একটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ থেকে 'কৌশলগত অংশীদারিত্বে' উন্নীত হয়েছে। যেহেতু উভয় দেশই গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক করিডোরগুলোর সংযোগস্থলে অবস্থিত, তাই উদীয়মান ইন্দো-প্যাসিফিক এবং ভূমধ্যসাগরীয় নিরাপত্তা কাঠামোর জন্য তাদের সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহাসিক সময়রেখা: ভারত-গ্রীস সম্পর্ক

১. প্রাচীন উৎস (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ - প্রথম শতাব্দী)

- **আলেকজান্ডার প্রভাব (৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ):** আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের বিয়াস নদীতে আগমন ছিল প্রথম আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ। তাঁর স্থাপিত 'সাত্রাপ' (প্রদেশ) উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি স্থায়ী গ্রীক উপস্থিতির সৃষ্টি করেছিল।
- **মৌর্য কূটনীতি:** চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাছে সেলুকাস নিকেটর-এর পরাজয় প্রথম আন্তর্জাতিক বৈবাহিক জোট এবং 'মেগাস্থিনিস'-এর নিয়োগের পথ প্রশস্ত করে, যাঁর রচিত 'ইন্ডিকা' (Indica) ভারতীয় ইতিহাসের একটি ভিত্তিগত আকর গ্রন্থ।
- **ইন্দো-গ্রীক সমন্বয়:** প্রথম মেনান্দার (মিলিন্দ)-এর শাসনামলে 'মিলিন্দ পানহা'-র জন্ম হয়, যা গ্রীক যুক্তিবিদ্যার সাথে বৌদ্ধ মতবাদের এক অনন্য দার্শনিক সংলাপ।

২. সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংমিশ্রণ

- **গান্ধার শিল্পকলা:** এটি একটি অনন্য গ্রীকো-বৌদ্ধ শিল্পশৈলী যেখানে ভারতীয় আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুকে গ্রীক শারীরিক বাস্তবতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল (যেমন—অ্যাপোলোর মতো কোঁকড়ানো চুল এবং পেশীবহুল অবয়বে বুদ্ধের চিত্রায়ণ)।
- **বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা:** জ্ঞানের আদান-প্রদান ছিল অত্যন্ত গভীর; ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা (গর্গ সংহিতা) এই ক্ষেত্রে গ্রীকদের পারদর্শিতাকে খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেছে।
- **দর্শন:** গ্রীসের 'স্টোইসিজম' (Stoicism) এবং ভারতের 'উপনিষদীয়' চিন্তাধারার সমান্তরাল বিকাশ গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক বিনিময়ের ইঙ্গিত দেয়।

৩. বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিক ব্যবধান

- **সামুদ্রিক রেশম পথ:** রোমান/বাইজেন্টাইন যুগে গ্রীকরা ভারতীয় মশলা এবং রেশমের প্রাথমিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করত।
- **বণিক সম্প্রদায়:** ১৭৭০-এর দশকে গ্রীক ব্যবসায়ীরা কলকাতা ও ঢাকায় বসতি স্থাপন করেন। কলকাতার গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ (১৭৮০) সেই যুগের এক ঐতিহাসিক নিদর্শন।

৪. আধুনিক যুগ (১৯৪৭ - বর্তমান)

- **সম্পর্ক স্থাপন (১৯৫০):** স্বাধীনতার পর আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।
- **কৌশলগত নির্ভরযোগ্যতা (১৯৯৮):** ভারতের পারমাণবিক পরীক্ষার (পোখরান-২) নিন্দা জানাতে গ্রীস অস্বীকার করায় বিশ্বব্যাপী বিচ্ছিন্নতার সময়ে এক গভীর বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি হয়।
- **কূটনৈতিক বিনিময়:** আধুনিক যুগে 'পারস্পরিক বিনিময়ের' (quid pro quo) নীতি সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করেছে। ভারত 'সাইপ্রাস ইস্যুতে' গ্রীসকে সমর্থন করে, অন্যদিকে গ্রীস 'কাশ্মীর ইস্যুতে' ভারতের অবস্থান এবং রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে (UNSC) ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের দাবিকে ক্রমাগত সমর্থন দিয়ে আসছে।

ভারত-গ্রীস সম্পর্কের সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ

১. **প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা** ২০২৩ সালে উন্নীত হওয়া 'কৌশলগত অংশীদারিত্বের' সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ হলো প্রতিরক্ষা।

- **যৌথ মহড়া:** 'এক্সারসাইজ ইনিয়োকোস' (বায়ুসেনা) এবং 'এক্সারসাইজ তরঙ্গ শক্তি'-র মতো গুরুত্বপূর্ণ মহড়ায় নিয়মিত অংশগ্রহণ।
- **সামুদ্রিক নিরাপত্তা:** উভয় দেশই 'আনক্লস' (UNCLOS) এবং একটি 'মুক্ত ও অবাধ ইন্দো-প্যাসিফিক' অঞ্চলের পক্ষে সওয়াল করে। তারা ভূমধ্যসাগর এবং ভারত মহাসাগরে জলদস্যুতা বিরোধী অভিযানে একে অপরকে সহযোগিতা করে।
- **প্রতিরক্ষা শিল্প:** কেবল ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের 'যৌথ উৎপাদন' এবং হার্ডওয়্যার (বিশেষত যুদ্ধবিমান) রক্ষণাবেক্ষণের দিকে অগ্রসর হওয়া।

২. **সংযোগ ও পরিকাঠামো:** ভূমধ্যসাগরের মাধ্যমে গ্রীস হলো ভারতের জন্য 'ইউরোপের প্রবেশদ্বার'।

- **আইএমইসি (IMEC) করিডোর:** 'ইন্ডিয়া-মিডল ইস্ট-ইউরোপ ইকোনমিক করিডোর' একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। গ্রীসের 'পিরাউস বন্দর' (Port of Piraeus) ভারতীয় পণ্যের জন্য ইউরোপের প্রধান প্রবেশপথ হওয়ার প্রবল দাবিদার।
- **অসামরিক বিমান চলাচল:** পর্যটন এবং ব্যবসায়িক বিনিময় বৃদ্ধিতে সরাসরি বিমান সংযোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।

৩. **অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক**

- **বাণিজ্যিক লক্ষ্যমাত্রা:** ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে (বর্তমানে যা প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার)।
- **মূল ক্ষেত্রসমূহ:**
  - **শিপিং:** বিশ্বব্যাপী শিপিং ব্যবসায় গ্রীক দক্ষতার ব্যবহার (বিশ্বের বাণিজ্যিক জাহাজের প্রায় ২০% গ্রীসের মালিকানাধীন)।
  - **কৃষি:** খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং কোল্ড স্টোরেজ ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ।
  - **পরিকাঠামো:** ভারতীয় সংস্থাগুলি (যেমন GMR) গ্রীসের প্রধান পরিকাঠামো নির্মাণে সক্রিয়, যেমন—ক্রিটের কাসটেলি বিমানবন্দর।

৪. **শক্তি ও জলবায়ু পরিবর্তন**

- **আন্তর্জাতিক সৌর জোট (ISA):** গ্রীস ২০২১ সালে ISA-তে যোগদান করেছে, যা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত।
- **গ্রিন হাইড্রোজেন:** শিপিংয়ের জন্য পরিবেশবান্ধব জ্বালানি উৎপাদনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে উভয় দেশ।

৫. **অভিবাসন ও গতিশীলতা**

- **এমএমপিএ (MMPA):** দক্ষ পেশাদার, ছাত্র এবং শ্রমিকদের চলাচল সহজতর করতে এবং অবৈধ অভিবাসন রুখতে একটি 'অভিবাসন ও গতিশীলতা অংশীদারিত্ব চুক্তি' চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৬. **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি**

- **মহাকাশ সহযোগিতা:** স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং এবং সামুদ্রিক নজরদারির জন্য 'ইসরো' (ISRO) এবং 'হেলেনিক স্পেস সেন্টার'-এর মধ্যে আলোচনা চলছে।
- **ডিজিটাল অর্থনীতি:** ইউপিআই (UPI) সংযোগ এবং ফিনটেক (FinTech) ক্ষেত্রে সহযোগিতা, যাতে ভারতীয় পর্যটক এবং ব্যবসায়ীদের লেনদেন সহজ হয়।

ভারত-গ্রীস সম্পর্কের গুরুত্ব

১. **ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব: 'পাল্টা-অক্ষ' (Counter-Axis) কৌশল**

- **তুরস্ক ফ্যাক্টর:** পাকিস্তান ও আজারবাইজানকে নিয়ে তুরস্কের ক্রমবর্ধমান 'ত্রিপাক্ষিক অক্ষ' (কাশ্মীর ও নাগর্নো-কারাবাখ ইস্যুতে একে অপরকে সমর্থন) ভারতকে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে নির্ভরযোগ্য অংশীদার খুঁজতে বাধ্য করেছে। তুরস্কের সাথে নিজস্ব বিরোধ থাকায় গ্রীস ভারতের জন্য এক স্বাভাবিক কৌশলগত মিত্র।
- **মূল ইস্যুতে সমর্থন:** কাশ্মীর ইস্যুতে গ্রীস ভারতের অটল সমর্থক, যার বিনিময়ে ভারত সাইপ্রাস ইস্যুতে গ্রীসকে সমর্থন দেয়। এই 'সার্বভৌমত্ব-ভিত্তিক' পারস্পরিক সমর্থন তাদের কূটনীতির মূল ভিত্তি।

২. **ভূ-অর্থনৈতিক গুরুত্ব: ইউরোপের প্রবেশদ্বার**

- **আইএমইসি টার্মিনাল:** ইউরোপীয় সিঙ্গেল মার্কেটে স্থিতিশীল প্রবেশের জন্য ভারতের গ্রীসের পিরাউস বন্দর প্রয়োজন, যা ভৌগোলিক ও কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত যৌক্তিক।
- **বিআরআই (BRI)-এর বিকল্প:** গ্রীসের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার মাধ্যমে ভারত চীনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'-এর একটি বিকল্প তৈরি করতে চায়।

৩. **সামুদ্রিক ও নিরাপত্তা গুরুত্ব**

- **ভূমধ্যসাগরীয় উপস্থিতি:** ভারতের নৌ-শক্তির প্রসারের সাথে সাথে গ্রীস ভূমধ্যসাগরে একটি 'হোম বেস' প্রদান করে। যৌথ মহড়ার মাধ্যমে ভারতীয় নৌ ও বায়ুসেনা ভারত মহাসাগরের বাইরেও শক্তি প্রদর্শনে সক্ষম হয়।
- **আনক্লস (UNCLOS)-এর প্রতি আনুগত্য:** উভয় দেশই আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনের পক্ষে সোচ্চার, যা চীন বা তুরস্কের মতো আগ্রাসী প্রতিবেশীদের একতরফা আঞ্চলিক দাবি মোকাবিলায় সহায়ক।

৪. **শক্তি ও স্থায়িত্বের গুরুত্ব**

- **গ্রিন শিপিং:** বিশ্বের ২০% বাণিজ্যিক জাহাজের মালিক গ্রীস। শিপিং রুটগুলোতে কার্বন নিঃসরণ কমাতে গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **জ্বালানি ট্রানজিট:** গ্রীস ইউরোপের জ্বালানি হাবে (EastMed পাইপলাইনের মাধ্যমে) পরিণত হচ্ছে, যা ভারতকে ভূমধ্যসাগরীয় জ্বালানি রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দেয়।

৫. **জনতাত্ত্বিক ও শ্রম গুরুত্ব**

- **অভিবাসন ব্যবস্থাপনা:** গ্রীসে কৃষি ও নির্মাণ খাতে শ্রমিকের অভাব রয়েছে, অন্যদিকে ভারতে উদ্বৃত্ত দক্ষ জনশক্তি রয়েছে। অভিবাসন অংশীদারিত্ব উভয় দেশের অর্থনীতিকে উপকৃত করবে।

ভারত-গ্রীস সম্পর্কের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **গ্রীসে 'চীন ফ্যাক্টর'**

- **পিরাউস বন্দর:** পিরাউস বন্দরের অধিকাংশ শেয়ার (৬৭%) চীনের রাষ্ট্রীয় সংস্থা 'কসকো' (COSCO)-র হাতে থাকা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- **কৌশলগত সংঘাত:** যেহেতু পিরাউস আইএমইসি-র প্রধান টার্মিনাল হওয়ার কথা, তাই এই পরিকাঠামোয় চীনের নিয়ন্ত্রণ ভারতের বাণিজ্যিক স্বার্থে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

২. **আঞ্চলিক অস্থিরতা ও আইএমইসি বাস্তবায়ন**

- **মধ্যপ্রাচ্য সংকট:** আইএমইসি করিডোর পশ্চিম এশিয়ার স্থিতিশীলতার ওপর নির্ভরশীল। বর্তমান ইজরায়েল-হামাস-হিজবুল্লাহ সংঘর্ষ এই করিডোরের রেল ও সমুদ্র পথের কার্যকরতাকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

৩. **তুরস্ক-পাকিস্তান-আজারবাইজান অক্ষ**

- **নিরাপত্তা চাপ:** তুরস্কের আগ্রাসী অবস্থান এবং পাকিস্তানের সাথে তাদের সামরিক জোট ভারত ও গ্রীসকে একটি রক্ষণাত্মক অবস্থানে ঠেলে দিচ্ছে।

৪. **অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বাধা**

- **স্বল্প দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য:** সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাণিজ্য এখনও মাত্র ২ বিলিয়ন ডলারে সীমাবদ্ধ, যা ভারতের অন্যান্য ইউরোপীয় অংশীদারদের তুলনায় অনেক কম।
- **নিয়ন্ত্রক বাধা:** ইইউ-এর কঠোর স্যানিটারি ও ফাইটোপ্যাথলজিকাল (SPS) মানদণ্ড ভারতীয় কৃষি ও ফার্মাসিউটিক্যাল রপ্তানির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৫. **প্রযুক্তিগত ও পরিবেশগত ব্যয়**

- **পরিবেশবান্ধব রূপান্তরের উচ্চ ব্যয়:** 'ডাইরেক্ট এয়ার ক্যাপচার' (DAC) এবং গ্রিন হাইড্রোজেনের মতো প্রযুক্তিগুলো বর্তমানে অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং এগুলোর জন্য ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ (Way Forward)

- **পরিকাঠামোর বৈচিত্র্যকরণ:** পিরাউস বন্দরে চীনের প্রভাব মোকাবিলায় ভারতকে বিকল্প হিসেবে থেসালোনিকি বা আলেকজান্দ্রোপোলিস-এর মতো গ্রীক বন্দরগুলোতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।
- **আইএমইসি-র কার্যকরতা:** করিডোরটি দ্রুত চালুর জন্য ডিজিটাল ও ভৌত সমন্বয় বাড়াতে ভারতকে কূটনৈতিক নেতৃত্ব দিতে হবে।
- **প্রতিরক্ষা শিল্প একীকরণ:** যৌথ মহড়া থেকে সরে এসে 'যৌথ উৎপাদন' এবং গ্রীসে ভারতীয় সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ (MRO) হাব তৈরির দিকে নজর দিতে হবে।
- **সবুজ প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব:** সৌর জোটকে (ISA) কাজে লাগিয়ে DAC প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রীক জাহাজগুলোকে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির আওতায় আনতে হবে।
- **গতিশীলতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান:** এমএমপিএ (MMPA) দ্রুত কার্যকর করে দক্ষ ভারতীয় কর্মীদের জন্য গ্রীসের বাজারে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা।
- **সফট পাওয়ারের সমন্বয়:** অভিন্ন গান্ধার শিল্পকলা এবং যোগচর্চাকে কেন্দ্র করে পর্যটন ও সাংস্কৃতিক বিনিময় বৃদ্ধি করা।

উপসংহার ভারত-গ্রীস অংশীদারিত্ব হলো **'বিকশিত ভারত @২০৪৭'**-এর একটি ভিত্তিপ্রস্তর, যা ভূমধ্যসাগরকে ভারতের আকাঙ্ক্ষার এক 'সামুদ্রিক সেতুতে' রূপান্তরিত করবে। আইএমইসি-র সাথে গ্রীক লজিস্টিকস এবং গ্রিন হাইড্রোজেন প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে উভয় দেশ বিশ্বজুড়ে জ্বালানি রূপান্তরের নেতৃত্ব দিতে পারে, যা ভারতকে এক 'বিশ্ব বন্ধু' এবং অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

প্রশ্ন: *ভারত-গ্রীস সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে, এই সাম্প্রতিক পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তিগুলো গুরুত্ব সহকারে পরীক্ষা করুন এবং ভারতের ইউরোপীয় ও ইন্দো-প্যাসিফিক প্রসারের ক্ষেত্রে এই অংশীদারিত্বের কৌশলগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন। ২৫০ শব্দ*

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

2.1. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

2.1.1. AMCA এবং ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্প ব্যবস্থা

প্রেক্ষাপট

ভারত সরকার হ্যাল (HAL)-এর একচেটিয়া আধিপত্য কমিয়ে এবং উৎপাদনের বিলম্ব কাটিয়ে উঠতে **AMCA প্রোটোটাইপ তৈরির চুক্তি** বেসরকারি সংস্থাগুলোকে দেওয়ার প্রস্তাব করছে। এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হলো ভারতের অ্যারোস্পেস ইকোসিস্টেমকে বহুমুখী করা এবং একটি প্রতিযোগিতামূলক **বেসরকারি প্রতিরক্ষা শিল্প কেন্দ্র** গড়ে তোলা।

জাতীয় কৌশলগত প্রকল্প হিসেবে AMCA

অ্যাডভান্সড মিডিয়াম কমব্যাট এয়ারক্রাফট (AMCA) শুধুমাত্র একটি যুদ্ধবিমান তৈরির কর্মসূচি নয়; এটি আসলে:

- **পঞ্চম প্রজন্মের বিমান যুদ্ধে** ভারতের প্রবেশদ্বার।
- **স্টিলথ ডিজাইন (Stealth Design)**, সেন্সর ফিউশন, অ্যাভিওনিক্স এবং এআই-চালিত যুদ্ধের কৌশলে দক্ষতা অর্জন।
- উচ্চমানের অ্যারোস্পেস ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ভারতের **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন** নিশ্চিত করা।

যুদ্ধবিমান উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের গুরুত্ব

১. **সরকারি খাতের একচেটিয়া আধিপত্য দূর করা**

এর ফলে দেশে একটি **দ্বিতীয় বিমান তৈরির কারখানা** বা উৎপাদন লাইন তৈরি হবে।

- **ব্যবসায়িক শৃঙ্খলা:** টাটা (Tata), এলঅ্যান্ডটি (L&T) বা ভারত ফোর্জের মতো বেসরকারি সংস্থাগুলো এলে খরচের নিয়ন্ত্রণ, উন্নত গুণমান এবং সঠিক সময়ে কাজ শেষ করার একটি সংস্কৃতি তৈরি হবে, যা অনেক সময় সরকারি সংস্থাগুলোতে দেখা যায় না।
- **কাজের চাপ কমানো:** বর্তমানে হ্যাল (HAL)-এর কাছে ১৮০টিরও বেশি তেজাস (Tejas Mk-1A এবং Mk-2) বিমানের বিশাল অর্ডার রয়েছে। বেসরকারি সংস্থা এগিয়ে এলে AMCA প্রকল্পের কাজে কোনো দেরি হবে না।

২. **"আত্মনির্ভর ভারত" ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা**

একটি শক্তিশালী **সামরিক-শিল্প কেন্দ্র (MIC)** গড়ে তোলার জন্য বেসরকারি খাত অত্যন্ত জরুরি:

- **আইপি (IP) মালিকানা:** এই মডেলে সরকার নকশা বা ইন্টেল্যাকচুয়াল প্রপার্টির মালিকানা নিজেদের কাছে রাখবে, কিন্তু বেসরকারি খাত **লিড সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন (LSI)** বা সম্পূর্ণ বিমানটি একত্রিত করার জটিল প্রক্রিয়াটি শিখে যাবে।
- **ছোট ও মাঝারি শিল্পের (MSME) উন্নতি:** বড় বেসরকারি সংস্থাগুলো তাদের কাজের জন্য অসংখ্য ছোট দেশীয় সরবরাহকারী বা MSME-র একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করবে, যা দেশের সামগ্রিক প্রতিরক্ষা শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করবে।

৩. **বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা এবং রপ্তানি**

- **উদ্ভাবনী ক্ষমতা:** বেসরকারি সংস্থাগুলো খুব সহজেই বিদেশি নামী সংস্থাগুলোর (যেমন ইঞ্জিনের জন্য Safran বা এয়ারফ্রেমের জন্য Boeing) সাথে **যৌথ উদ্যোগ (Joint Venture)** তৈরি করে উন্নত প্রযুক্তি আয়ত্ত করতে পারবে।
- **রপ্তানি মানসিকতা:** সরকারি সংস্থার তুলনায় বেসরকারি সংস্থাগুলো বিশ্ববাজারের চাহিদার কথা মাথায় রেখে বিমান তৈরি করবে, যা ভবিষ্যতে AMCA-কে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে **রপ্তানির সুযোগ** তৈরি করে দেবে।

৪. **ঝুঁকি কমানো এবং বৈচিত্র্য আনা**

- **আর্থিক সুরক্ষা:** বড় বড় শিল্প গোষ্ঠীগুলো তাদের অন্যান্য ব্যবসার মুনাফা থেকে এই ধরনের গবেষণার প্রাথমিক ঝুঁকি নিতে পারে, যেখানে হ্যাল (HAL) সম্পূর্ণভাবে সরকারি বাজেটের ওপর নির্ভরশীল।
- **প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র:** একাধিক সংস্থা মাঠে থাকলে সবাই **৩ডি প্রিন্টিং** বা **এআই-চালিত অ্যাসেম্বলির** মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে খরচ কমানোর চেষ্টা করবে।

যুদ্ধবিমান উন্নয়নে বেসরকারি খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাব**

- **শুরুর বাধা:** ভারতের বেসরকারি সংস্থাগুলো ছোটখাটো যন্ত্রাংশ তৈরিতে দক্ষ হলেও একটি আস্ত ফাইটার জেট তৈরির কোনো **পূর্ব অভিজ্ঞতা** তাদের নেই।
- **জটিলতা:** একটি সাধারণ বিমানের তুলনায় পঞ্চম প্রজন্মের স্টিলথ বিমান তৈরি করা অনেক বেশি কঠিন এবং জটিল।
- **প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতির অভাব:** হ্যাল (HAL)-এর কাছে গত ৮০ বছরের বিমান পরীক্ষা ও অস্ত্র সংযোজনের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে, বেসরকারি সংস্থাগুলোকে তা খুব দ্রুত অর্জন করতে হবে।

২. **পরিকাঠামো এবং মূলধনী ঝুঁকি**

- **বেঙ্গালুরু কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীলতা:** ভারতের সমস্ত প্রধান পরীক্ষাগার (DRDO, ASTE, National Flight Test Centre) বেঙ্গালুরুতেই অবস্থিত।
- **বিশাল খরচ:** শুধুমাত্র পাঁচটি প্রোটোটাইপ বা পরীক্ষামূলক বিমান তৈরির জন্য কোনো বেসরকারি সংস্থা কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে নতুন পরিকাঠামো তৈরি করতে চাইবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে।
- **আর্থিক ঝুঁকি:** গবেষণার বিশাল খরচ এবং অনিশ্চয়তার কারণে অনেক বেসরকারি সংস্থা শুরুর দিকে এই প্রকল্পে যোগ দিতে দ্বিধাবোধ করছিল।

৩. **নকশা ও উৎপাদনের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব**

- **একক নিয়ন্ত্রণের অভাব:** আগে নকশা এবং উৎপাদন একই ছাদের নিচে (HAL) হতো বলে যেকোনো সমস্যা দ্রুত মেটানো যেত।
- **মালিকানা নিয়ে ধোঁয়াশা:** এখন যদি নকশা করে সরকারি সংস্থা (ADA) এবং বিমান তৈরি করে বেসরকারি সংস্থা, তবে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটির ক্ষেত্রে দায়ভার কার হবে, তা নিয়ে আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হতে পারে।

৪. **দক্ষ জনশক্তির অভাব**

- **টেস্ট পাইলটের অভাব:** ভারতে টেস্ট পাইলট প্রশিক্ষণের মাত্র একটি স্কুল রয়েছে। বেসরকারি সংস্থার পক্ষে এমন দক্ষ পাইলট খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।
- **কর্মীবাহিনী:** বেসরকারি সংস্থাগুলো হয়তো হ্যাল বা ডিআরডিও-র অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদেরই নিয়োগ করবে, যার ফলে নতুন কোনো মেধা তৈরি না হয়ে শুধু একই লোক এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হবে।

ভবিষ্যতের পথ

১. **সমন্বিত পরিকাঠামো মডেল**

ভারতকে একটি **'প্লাগ-এন্ড-প্লে'** (Plug-and-Play) মডেল গ্রহণ করতে হবে:

- **সম্পদ ভাগ করে নেওয়া:** হ্যাল-এর বিমানবন্দর এবং ডিআরডিও-র ল্যাবগুলো বেসরকারি সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করতে দিতে হবে।
- **সহ-অবস্থান:** বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারদের বিমান বাহিনীর টেস্টিং ইউনিটের (ASTE) সাথেই কাজ করতে হবে যাতে তারা দ্রুত ফিডব্যাক পায়।

২. **অংশীদারিত্বের মডেল উন্নত করা**

বেসরকারি সংস্থাগুলোর আর্থিক ঝুঁকি কমাতে সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট আশ্বাস প্রয়োজন:

- **ক্রয়ের নিশ্চয়তা:** প্রথম দুটি স্কোয়াড্রন বিমান কেনার একটি নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি সরকারকে দিতে হবে।
- **ক্ষুদ্র শিল্পের সমন্বয়:** বড় সংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে যাতে তারা ছোট ও মাঝারি শিল্পকে (MSME) সাথে নিয়ে কাজ করে।

৩. **ইঞ্জিনের সমস্যা সমাধান**

একটি বিমানের মূল অংশ হলো তার ইঞ্জিন। এর জন্য দুটি পথে এগোতে হবে:

- **স্বল্পমেয়াদী:** শুরুর প্রোটোটাইপগুলোর জন্য আমেরিকার **GE F414 ইঞ্জিন** ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- **দীর্ঘমেয়াদী:** ফ্রান্সের স্যাফরান (Safran)-এর সাথে যৌথভাবে ১২০ কিলোনিউটনের শক্তিশালী ইঞ্জিন তৈরির কাজ দ্রুত শেষ করা, যাতে ভারত ইঞ্জিনের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ **স্বনির্ভর** হতে পারে।

৪. **দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা**

- **পাইলট প্রশিক্ষণ:** টেস্ট পাইলট স্কুলের ক্ষমতা বাড়াতে হবে যাতে বেসরকারি খাতের পাইলটরাও সেখানে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন।
- **সফটওয়্যার ও এআই:** যেহেতু বেসরকারি সংস্থাগুলো আইটি-তে ভালো, তাদের উচিত বিমানের **সফটওয়্যার এবং সেন্সর ফিউশনের** ওপর বেশি জোর দেওয়া।

উপসংহার

AMCA প্রকল্পটি **আত্মনির্ভর ভারত** গড়ার পথে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এটি সরকারি খাতের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে একটি বেসরকারি শিল্প ভিত্তি তৈরির লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে। একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে ভারত তার **প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব** নিশ্চিত করতে পারবে, যার ফলে পঞ্চম প্রজন্মের এই যুদ্ধবিমান দেশের ভেতরেই তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন: *"ভারতের ফাইটার এয়ারক্রাফট বা যুদ্ধবিমান কর্মসূচিতে বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভুক্ত করার পেছনের যুক্তিগুলো সমালোচনামূলকভাবে আলোচনা করুন। এই পরিবর্তনটি কী ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক এবং কৌশলগত চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে?" (২৫০ শব্দ)*

2.2. অর্থনীতি

2.2.1. ভারতে খাদ্য নিরাপত্তা

ভূমিকা

খাদ্য নিরাপত্তা তখনই বজায় থাকে যখন সব মানুষের কাছে সব সময় সক্রিয় ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত, **নিরাপদ এবং পুষ্টিকর** খাবারের শারীরিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ বা সামর্থ্য থাকে।

- **গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (GHI) ২০২৫-২৬:** ১২৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান **১০৫তম**।
- **অর্থনৈতিক রূপান্তর:** ভারত একসময় খাদ্যের জন্য বিদেশের সাহায্যের (PL-480 যুগ) ওপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু বর্তমানে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম **চাল রপ্তানিকারক** (২০২৫ অর্থ বছরে ২০.২ মিলিয়ন টন)।

FAO-এর মতে খাদ্য নিরাপত্তার চারটি প্রধান স্তম্ভ:

১. **সহজলভ্যতা (Availability):** এটি খাদ্যের যোগানের দিক। এর অর্থ হলো দেশে শারীরিকভাবে খাদ্যের উপস্থিতি, যা নিশ্চিত হয়:

- দেশের নিজস্ব **কৃষি উৎপাদন**।
- বাণিজ্যিক **আমদানি**।
- খাদ্য সাহায্য এবং সরকারের কাছে থাকা **খাদ্য মজুত** (যেমন: FCI-এর গুদাম)।

২. **সুযোগ বা নাগাল (Accessibility):** মানুষের খাবার পর্যন্ত পৌঁছানোর ক্ষমতা। বাজারে খাবার থাকলেই হবে না, মানুষের নিচের ক্ষমতাগুলো থাকতে হবে:

- **অর্থনৈতিক সুযোগ:** খাবার কেনার মতো পর্যাপ্ত **আয় বা ক্ষমতা**।
- **শারীরিক সুযোগ:** খাবার পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় **অবকাঠামো** (যেমন: রাস্তাঘাট, রেশন দোকান)।

৩. **সাধ্য ও উপযোগিতা (Affordability / Utilization):** খাবারের **পুষ্টিগুণ** এবং শরীর সেটা কতটা গ্রহণ করতে পারছে তার ওপর এটি নির্ভর করে।

- **পুষ্টির মান:** পুষ্টি শোষণের জন্য নিরাপদ পানীয় জল, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা।
- **খাদ্য সুরক্ষা:** পুষ্টির অভাব বা **'লুকানো ক্ষুধা'** দূর করতে সঠিক রান্নার পদ্ধতি এবং বৈচিত্র্যময় খাবার।

৪. **স্থিতিশীলতা (Stability):** ওপরের তিনটি স্তম্ভের **ধারাবাহিকতা**।

- সাময়িক ধাক্কা (যেমন: ফসল নষ্ট হওয়া)।
- অর্থনৈতিক ধাক্কা (যেমন: হঠাৎ জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়া বা বেকারত্ব)।
- রাজনৈতিক বা জলবায়ুগত ধাক্কা (যেমন: যুদ্ধ, বন্যা বা খরা)।

ভারতে খাদ্য নিরাপত্তার কেন প্রয়োজন?

১. **তীব্র অপুষ্টি এবং 'লুকানো ক্ষুধা':** উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদনকারী দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারত **'পুষ্টির বৈপরীত্যে'** ভুগছে।

NFHS-5 তথ্য অনুযায়ী,

- **অ্যানিমিয়া:** ৫০%-এর বেশি মহিলা ও শিশু রক্তাল্পতায় ভুগছে। পুষ্টির অভাব মেটাতে **ফর্টিফাইড (পুষ্টিসমৃদ্ধ)** খাবার জরুরি।

২. **জনসংখ্যার চাপ:** ১৪০ কোটির বেশি জনসংখ্যার এই দেশে খাবারের নিরবচ্ছিন্ন যোগান প্রয়োজন। যোগানে ঘাটতি হলে **সামাজিক অশান্তি** ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

৩. **জলবায়ু ঝুঁকি:** ভারতীয় কৃষি মূলত **'মৌসুমি বায়ুর ওপর নির্ভরশীল'**।

- অতিরিক্ত তাপপ্রবাহ এবং অসময়ে বৃষ্টি ফলন কমিয়ে দিচ্ছে।
- বিপর্যয়ের সময় সরকারের **খাদ্য মজুত** একটি রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।

৪. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা:** সাধারণ মানুষের ব্যয়ের বড় অংশ খাবারের পেছনে যায়। খাদ্যের দাম বেড়ে গেলে দরিদ্র মানুষের সঞ্চয় কমে যায় এবং দেশের অর্থনীতিতে **মুদ্রাস্ফীতি** দেখা দেয়।

৫. **মানবসম্পদ উন্নয়ন:** ক্ষুধার্ত শিশু পড়াশোনা করতে পারে না এবং অপুষ্টিতে ভোগা শ্রমিক উৎপাদনশীল হয় না। তাই দেশের উন্নতির জন্য খাদ্য নিরাপত্তা প্রাথমিক শর্ত।

৬. **নৈতিক ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা:** সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের **২১ নম্বর অনুচ্ছেদ (বেঁচে থাকার অধিকার)**-এর অংশ হিসেবে **'খাদ্যের অধিকার'**-কে স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়া ২০৩০ সালের মধ্যে **'ক্ষুধামুক্ত'** (SDG 2) দেশ গড়ার অঙ্গীকার ভারতের রয়েছে।

সরকারি উদ্যোগসমূহ

স্তম্ভ ১: খামার স্তরের স্থিতিস্থাপকতা এবং সঞ্চয়

- **পিএম ধান-ধান্য কৃষি যোজনা (PM-DDKY):** ২০২৫ সালের অক্টোবরে চালু হওয়া এই ৬ বছর মেয়াদী প্রকল্পটি **১০০টি কম উৎপাদনশীল জেলাকে** লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো টেকসই কৃষি পদ্ধতি এবং শস্য বৈচিত্র্যকরণের মাধ্যমে ফলন বাড়ানো।
- **সমবায় খাতে বিশ্বের বৃহত্তম শস্য সঞ্চয় পরিকল্পনা:** প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি (PACS) ব্যবহার করে বিকেন্দ্রীকৃত সঞ্চয় ব্যবস্থা তৈরি করা। এটি ফসল কাটার পরবর্তী ক্ষতি কমায় এবং কৃষকদের অভাবী বিক্রি (Distress Sale) রোধ করে।
- **ডিজিটাল এগ্রিকালচার মিশন:** কৃষকদের জন্য একটি "ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার" তৈরি করা। এর মধ্যে রয়েছে **এগ্রিস্ট্যাক (AgriStack)** (পরিচয়/জমির রেকর্ড), যা নিশ্চিত করে যে PM-KISAN-এর মতো ভর্তুকি যেন কোনো রকম চুরি বা অপচয় ছাড়াই সঠিক মানুষের হাতে পৌঁছায়।

স্তম্ভ ২: পুষ্টি নিরাপত্তা - লুকানো ক্ষুধা দূরীকরণ

- **মিশন সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি এবং পোষণ ২.০:** এটি মূলত মা ও শিশুর পুষ্টির ওপর গুরুত্ব দেয়।
- **চালের ফর্টিফিকেশন (Rice Fortification):** রেশনে (PDS), মিড-ডে মিল (PM-POSHAN) এবং ICDS-এর মাধ্যমে আয়রন, ফলিক অ্যাসিড এবং ভিটামিন B12 সমৃদ্ধ পুষ্টিগুণসম্পন্ন চাল সরবরাহ বাধ্যতামূলক করা।
- **সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি:** আধুনিক পরিকাঠামো (অডিও-ভিজ্যুয়াল এইড, বিশুদ্ধ জল) সহ ২ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে উন্নত করা।
- **জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি মিশন (NFSNM):** ২০২৫-২৬ সালে পুরনো NFSM-এর নাম পরিবর্তন করে এটি রাখা হয়েছে। এখানে **পুষ্টিকর শস্য (শ্রী অন্ন/মিলেট)** চাষের জন্য একটি বিশেষ শাখা যুক্ত করা হয়েছে।

স্তম্ভ ৩: মূল্য ও মজুত ব্যবস্থাপনা

- **গমের মজুত সীমা (২০২৫-২৬):** ২০২৬ সালের ফসল কাটার মরসুমে কালোবাজারি এবং অসাধু জল্পনা রোধ করতে ব্যবসায়ী, পাইকারি বিক্রেতা এবং বড় রিটেল চেইনগুলোর ওপর গমের মজুতের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- **ডাল ও ভোজ্য তেলে স্বনির্ভরতা মিশন:** অত্যাবশ্যকীয় প্রোটিন এবং ফ্যাটের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে আমদানি নির্ভরতা কমানো।

স্তম্ভ ৪: লক্ষ্যভিত্তিক বন্টন ও ভর্তুকি

- **প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা (PMGKAY):** এটি জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের (NFSA) সাথে যুক্ত। এটি **৮১.৩৫ কোটি** মানুষকে **বিনামূল্যে খাদ্যশস্য** প্রদান করে। ২০২৫ সালের শেষে এটি আরও ৫ বছরের জন্য (ডিসেম্বর ২০২৮ পর্যন্ত) বাড়ানো হয়েছে, যার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১১.৮০ লক্ষ কোটি টাকা।
- **এক দেশ এক রেশন কার্ড (ONORC):** এটি এখন দেশজুড়ে কার্যকর। এর ফলে পরিযায়ী শ্রমিকরা বায়োমেট্রিক পরিচয় ব্যবহার করে যেকোনো রেশন দোকান (FPS) থেকে তাদের প্রাপ্য খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন।
- **ওপেন মার্কেট সেল স্কিম (OMSS):** ২০২৬ সালের শুরুতে খুচরো বাজারে মুদ্রাস্ফীতি কমাতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি গুদাম থেকে গম এবং চাল খোলা বাজারে বিক্রি করা হয়েছে।

বৈশ্বিক উদ্যোগসমূহ

- **ভারত-ইউএই খাদ্য করিডোর:** সরবরাহ ব্যবস্থাকে উন্নত করা এবং ভারতকে পশ্চিম এশিয়ার জন্য একটি "খাদ্য ভাণ্ডার" (Food Bowl) হিসেবে গড়ে তোলা।
- **WFP পার্টনারশিপ:** ভারত বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার্ত এলাকাগুলোতে পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল সরবরাহ করছে, যা ভারতকে কেবল সাহায্য গ্রহীতা নয় বরং একটি "সমাধান দাতা" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
- **আন্তর্জাতিক চারণভূমি ও পশুপালক বর্ষ (২০২৬):** জাতিসংঘ ২০২৬ সালকে এই নামে ঘোষণা করেছে যাতে টেকসই গবাদি পশু পালন এবং চারণভূমির ভূমিকা তুলে ধরা যায়।

- **ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে G20 বৈশ্বিক জোট (২০২৫-২৬):** ব্রাজিলের G20 সভাপতিত্বে এটি চালু হয়। এর লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০ কোটি মানুষের কাছে নগদ অর্থ সাহায্য পৌঁছানো এবং ১০ কোটি ক্ষুদ্র কৃষককে স্বাবলম্বী করা।

খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটিসমূহ

- **শান্তা কুমার কমিটি (২০১৫):** FCI (ভারতের খাদ্য নিগম) পুনর্গঠন এবং রেশনে সরাসরি নগদ সুবিধা (DBT) চালুর সুপারিশ করেন।
- **অশোক ডালওয়াই কমিটি:** কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার ওপর গুরুত্ব দেন।
- **নীতি আয়োগ টাস্ক ফোর্স (২০২৫):** রেশনে শুধুমাত্র চাল-গম নয়, বরং ডাল, তেল এবং মিলেট যুক্ত করে একটি "পুষ্টির ঝুড়ি" (Nutrition Basket) তৈরির প্রস্তাব দেয়।

ভারতে খাদ্য নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **কাঠামোগত এবং সরবরাহ শৃঙ্খল জনিত সমস্যা**

- **রেশনে চুরি বা লিকেজ (PDS Leakages):** ব্যাপক ডিজিটালাইজেশন সত্ত্বেও, ২০২৬ সালের শুরুর দিকের হিসেব অনুযায়ী জনবন্টন ব্যবস্থায় (PDS) প্রায় **২০-২৮% চুরির** আশঙ্কা রয়েছে।
- **পরিকাঠামোর অভাব:** ভারতে পর্যাপ্ত **কোল্ড চেইন স্টোরেজ** বা হিমঘরের অভাব রয়েছে। এর ফলে ফসল তোলার পর প্রায় **৪০% পচনশীল পণ্য** (ফল ও সবজি) নষ্ট হয়ে যায়।
- **ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত জমি:** ভারতের ৮৬%-এর বেশি কৃষক "ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক"। এর ফলে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা এবং বড় পরিসরে চাষাবাদ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

২. **"লুকানো ক্ষুধা" বা পুষ্টির চ্যালেঞ্জ**

- **একফসলি চাষে ঝোঁক:** ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) ব্যবস্থা মূলত ধান ও গমের ওপর জোর দেয়। এর ফলে ডাল ও মিলেটের মতো পুষ্টিকর শস্যের চাষ কমে যাচ্ছে।
- **ক্ষুদ্র পুষ্টি উপাদানের অভাব:** মানুষের ক্যালরি পূরণ হলেও শরীর প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও মিনারেল পাচ্ছে না। NFHS-5 এবং ২০২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, **৫০%-এর বেশি নারী ও শিশু** আজও রক্তাল্পতায় (Anemia) ভুগছে।
- **মাটির স্বাস্থ্যের অবনতি:** রাসায়নিক সারের (ইউরিয়া) অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে মাটিতে জিংক এবং বোরনের অভাব দেখা দিচ্ছে। এর ফলে উৎপাদিত ফসলও পুষ্টিহীন হয়ে পড়ছে।

৩. **জলবায়ু এবং পরিবেশগত ঝুঁকি**

- **চরম আবহাওয়া:** ২০২৪-২৫ সালের তাপপ্রবাহ এবং ২০২৬ সালের অনিশ্চিত মৌসুমি বায়ু প্রমাণ করেছে যে জলবায়ু পরিবর্তন এক মরসুমেই **১০-১৫% গমের ফলন** কমিয়ে দিতে পারে।
- **ভূগর্ভস্থ জলের স্তর হ্রাস:** পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মতো এলাকায় ধান চাষের ফলে জলের স্তর অত্যন্ত নিচে নেমে গেছে, যা ভবিষ্যতে চাষাবাদকে অসম্ভব করে তুলছে।
- **ভূমি ক্ষয়:** FAO-এর ২০২৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের প্রায় **৩০% জমি** ক্ষয়ের মুখে রয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি।

৪. **অর্থনৈতিক এবং বৈশ্বিক চাপ**

- **মুদ্রাস্ফীতির চাপ:** মধ্যপ্রাচ্য বা পূর্ব ইউরোপের যুদ্ধের মতো বৈশ্বিক সংঘাতের ফলে **সার এবং জ্বালানির দাম** বাড়ছে। এটি সরাসরি সরকারের খাদ্য খরচ এবং সাধারণ মানুষের ব্যয় বাড়িয়ে দিচ্ছে।
- **ভর্তুকির বোঝা:** বর্তমানে খাদ্য ভর্তুকি বিল (PMGKAY) মোট বাজেটের প্রায় **৪-৫%** দখল করে থাকে। এর ফলে সেচের মতো দীর্ঘমেয়াদী কৃষি বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত টাকা থাকছে না।

৫. **আর্থ-সামাজিক বাধা**

- **তথ্যগত ভুল বা বর্জন (Exclusion Errors):** ২০২৬ সালেও খাদ্য নিরাপত্তার আওতা নির্ধারণে ২০১১ সালের জনগণনার (Census) তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে প্রায় **১০ কোটি অভাবী মানুষ** রেশনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকছেন।
- **লিঙ্গ বৈষম্য:** পরিবারের ভেতরে খাদ্য বন্টনের সময় পুরুষদের বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে নারী ও কন্যারা অনেক সময় পর্যাপ্ত পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হন।

ভবিষ্যৎ পথ

- **ক্যালোরি থেকে পুষ্টির দিকে নজর:** রেশনে শুধুমাত্র চাল ও গমের বদলে ডাল, ভোজ্য তেল এবং **শ্রী অন্ন (মিলেট)** অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে 'লুকানো ক্ষুধা' দূর হয়।
- **উপভোক্তার তথ্য আপডেট:** e-Shram পোর্টালের সাথে NFSA-এর সংযোগ ঘটিয়ে বাদ পড়া ১০ কোটি মানুষকে দ্রুত খাদ্য নিরাপত্তার আওতায় আনতে হবে।
- **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (DPI):** কৃষকদের জন্য **'এগ্রিস্ট্যাক' (AgriStack)** পুরোপুরি চালু করতে হবে, যাতে তারা মাটি পরীক্ষা থেকে শুরু করে সরাসরি বাজার সংযোগের (e-NAM) সুবিধা পান।
- **অপচয় রোধ:** ফসল নষ্ট হওয়া কমাতে গ্রাম পর্যায়ে (PACS) আধুনিক সঞ্চয় ব্যবস্থা ও কোল্ড চেইন তৈরি করতে হবে।
- **প্রিসিশন ফার্মিং (Precision Farming):** সারের অপচয় কমাতে এবং মাটির স্বাস্থ্য ফেরাতে **AI-চালিত মনিটরিং** এবং ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।
- **জলবায়ু-সহনশীল কৃষি:** ২০২৬ সালের প্রতিকূল আবহাওয়ার মোকাবিলা করতে তাপ ও বন্যা সহ্য করতে পারে এমন ফসলের জাত উদ্ভাবনে বিনিয়োগ করতে হবে।

উপসংহার

২০২৬ সালে খাদ্য নিরাপত্তা মানে শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, বরং সঠিক **ব্যবস্থাপনা এবং পুষ্টি** নিশ্চিত করা। প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি এবং বন্টন ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে **"ক্ষুধামুক্ত" (SDG 2)** হওয়ার লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন: *২০১৩ সালের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের (NFSA) প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? এই খাদ্য নিরাপত্তা বিলটি ভারতে ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূর করতে কীভাবে সাহায্য করেছে? (২৫০ শব্দ)*

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

Click here to watch this video